তীর্থ পরিক্রমা-২০১৯

মায়াপুর, গয়া, কাশী, মথুরা ও বৃন্দাবন

২৪ ফেব্রুয়ারি-০৮ মার্চ ২০১৯ খ্রি.

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১/আই পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা

ফোন: ০২-৯৬৭৭৪৪৯, ৯৬৬৮০৪৫

www.hindutrust.gov.bd

প্রকাশক :

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ :

১২ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ,
২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

সংকলনে :

শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

সম্পাদনায় :

শ্রী রঞ্জিত কুমার দাস
(অতিরিক্ত সচিব)
সচিব (অ. দা.), হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

সহযোগিতায় :

- ❖ অধ্যক্ষ বিপুল বিহারী হালদার
- ❖ বীর মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য
- ❖ শ্রী গনেশ চন্দ্র ঘোষ
- ❖ অ্যাডভোকেট উজ্জল প্রসাদ কানু
- ❖ শ্রী প্রিয়তোষ শর্মা চন্দন
- ❖ শ্রী রিপন রায় লিপু

মুদ্রণে :

অমি প্রিন্টার্স
১১০ ফকিরেরপুল, আলিজা টাওয়ার (৭ম তলা), ঢাকা
মোবাইল: ০১৭২৬৯৪৬৮৮১

আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ
প্রতিমন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

শুভেচ্ছা বাণী

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি. থেকে ০৮ মার্চ ২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত ভারতের মায়াপুর, গয়া, কাশী, মথুরা ও বৃন্দাবনে তীর্থযাত্রা কর্মসূচি গ্রহণ করায় প্রথমে আমি ট্রাস্টি বোর্ডকে সাধুবাদ জানাই। ট্রাস্টের এ কর্মকাণ্ড অবশ্যই প্রশাংসার দাবি রাখে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এ দেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি অন্য ধর্মাবলম্বীরাও যে স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করছে তীর্থযাত্রা তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অন্য সকল সম্প্রদায়ের ন্যায় হিন্দুধর্মীয় জনগোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার এ অভিযাত্রায় দল-মত-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন অভিযাত্রায় ও সাম্পদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষায় সকলের অংশগ্রহণ একান্ত অপরিহার্য।

ভবিষ্যতে এ ধরণের তীর্থযাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে ও বিদেশে আরও তীর্থযাত্রার কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে-সে প্রত্যাশা রইল। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক আয়োজিত এ তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তীর্থ দর্শনের মাধ্যমে মনোস্কামনা পূর্ণ করে পুণ্য অর্জন করবেন সে কামনা করি।

শুভ হউক আজকের তীর্থযাত্রা সে প্রার্থনা রইল পরম করুণাময়ের কাছে ।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুলাহ)

সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শুভেচ্ছা বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে বাংলাদেশে বসবাসরত চারটি ধর্মের (ইসলাম, সনাতন, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান) মধ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা প্রথম বারের মতো ভারতের গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, দক্ষিণেশ্বর, বেলুর মঠ, মায়াপুরসহ বিভিন্ন ধামে উপস্থিত হয়ে ধর্মপালনে বিশেষ নজির স্থাপন করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের লোকেরা যে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ তার প্রমাণ এ ধরনের আয়োজনই বলে দেয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ভারত তীর্থযাত্রা কর্মসূচি বর্তমান সরকারের সাফল্যে আরেকটি মাইলফলক সংযোজিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

ভবিষ্যতে এ ধরনের আয়োজনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে আরও উৎসাহ প্রদান করা হবে।

যাঁদের প্রেরণায় এ মহতী কর্ম অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন। শুভ হোক এ তীর্থযাত্রা পরম করুণাময়ের নিকট এ প্রার্থনা রইল।

মোঃ আনিছুর রহমান

ভাইস-চেয়ারম্যান
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

শুভেচ্ছা বাণী

সনাতন ধর্মের অনুসারীগণ সরকারি ব্যবস্থাপনায় তীর্থে যাবার আগ্রহ দীর্ঘদিন ধরেই প্রকাশ করে আসছিল। হয় হয় করেও এতদিন তা হয়নি। দেশের মধ্যে দু-একটা তীর্থভ্রমণ কর্মসূচি ট্রাস্টের পক্ষ থেকে করা হলেও দেশের বাইরে তা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অনেক প্রতিকুলতার মাঝেও তীর্থযাত্রীদের একটি দল নিয়ে ভারতে প্রথমবারের মতো সনাতনধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করতে যাচ্ছে এ জন্যে প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি পরম করুণাময়ের নিকট।

জননেত্রী শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বগ্রহণ করার পর তাঁরই নির্দেশে এই প্রথমবারের মতো সরকারি খরচে ভারতে তীর্থযাত্রীদল প্রেরণ সম্ভব হওয়ায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ এক অনন্য নজির সৃষ্টি হল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। এ ভ্রমণে আরও যাঁকে ধন্যবাদ না দিলে নিজেকে আপরাধী মনে হবে তিনি হলেন-আমাদের অভিভাবক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ও মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী। এছাড়াও মাননীয় ধর্ম সচিবসহ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ। এবারের তীর্থভ্রমণ প্রক্রিয়ায় হিন্দুদের নিকট বহুল পরিচিত ভারতের মায়াপুর, গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবনসহ পথিমধ্যের উল্লেখযোগ্যস্থানসমূহকে বেছে নেয়া হল। ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ০৭ মার্চ পর্যন্ত এ যাত্রা উপভোগ্য এবং ধর্মাচরণে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

আমাদের সাধ আছে কিন্তু সাধ্য সীমিত এই সীমিত আয়োজনের মধ্যে আজ আপনারা যাঁরা এ তীর্থযাত্রায় শরিক হলেন তাঁদের সকলকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং আপনাদের প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা। আপনারা সাড়া দিলেই এ রকম আরও বহুযাত্রা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। আমার প্রত্যাশা আপনারা ট্রাস্টের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধিতে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিবেন।

তীর্থযাত্রা শুভ হউক এবং ঈশ্বর সকল তীর্থযাত্রীকে নিরাপদে নির্বিঘ্নে ফিরিয়ে আনুক সে প্রার্থনা করি।

সুব্রত পাল

আহ্বায়ক
তীর্থ ভ্রমণ উপ-কমিটি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

শুভেচ্ছা বাণী

তীর্থ পরিক্রমা পুণ্য অর্জনের একটি অন্যতম মাধ্যম। অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সময়ে শুরু হয়েছিল দেশে। এবারও তাঁর নেতৃত্বেই আন্তর্জাতিক রুপ নিয়ে শুরু হচ্ছে অসংখ্য মনিষীর লীলা ভূমি ভারতে তীর্থ ভ্রমণ- এ এক নতুন দিগন্ত- যা বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এক সুখ সপ্নের বাস্তবায়ন, এক আলোর পথ। আর এর সবটুকু কৃতিত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের মানস কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার। তাঁর সাথে সার্বিক সদিচ্ছা, সহযোগিতা করে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নিয়েছেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়, মাননীয় ধর্ম সচিব মহোদয়, ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান মহোদয় এবং তীর্থ ভ্রমণ উপ-কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ। সবার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, শুভ কামনা করছি যারা এই তীর্থ পরিক্রমায় আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আমাদের পুণ্যে সবার মঙ্গল হউক এ আমাদের প্রত্যাশা। পরম করুণাময় ঈশ্বর আমাদের সবার জীবন মঙ্গলময়, কল্যাণময় করুক এ একান্ত প্রার্থনা। ভারতের গয়া-কাশী,মথুরা,বৃন্দাবন তীর্থ যাত্রা শুভ হোক।

অধ্যক্ষ বিপুল বিহারী হালদার

সম্পাদকীয়

মনে ধর্মভাব জাগলে নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ এমনিতেই ঘটে আর তাতে উপকৃত হয় সমাজ সংসার। সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে তীর্থভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ উপলব্ধি থেকেই হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আয়োজন করছে তীর্থভ্রমণ।

দেশের মধ্যে দুটি তীর্থভ্রমণ শেষ করে সকলের সহায়তায় প্রথম বারের মতো বহিঃবাংলাদেশ তীর্থ পরিক্রমার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ২৪.০২.২০১৯ থেকে ০৭.০৩.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সময়ে তীর্থযাত্রীগণ ভারতের মায়াপুর, গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবনসহ প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলো ভ্রমণ করবেন। গত ০৮.০৬.২০১৮ তারিখের হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ৯৭তম বোর্ড সভায় প্রত্যেক তীর্থযাত্রীর নিকট থেকে ৫০% এবং ট্রাস্ট ফাণ্ড থেকে বাকী ৫০% অর্থ প্রদান করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এ তীর্থভ্রমণ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এবারের তীর্থযাত্রায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অংশগ্রহণ করছেন ২৮ জন তীর্থযাত্রী।

তীর্থ কার্যক্রম পরিচালনায় সম্মানিত ট্রাস্টিদের মধ্য থেকে তীর্থ উপকমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ বিপুল বিহারী হালদার ও ট্রাস্ট কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা শ্রী প্রণবেশ রায়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশা করি তাঁরা সফলতার সাথে এ কার্যক্রম পরিচালনা করে তীর্থযাত্রার ধারাকে আরও এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

এ কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়, ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং আমার সহকর্মীগণ নানাভাবে উৎসাহ প্রদান করায় আমি তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

নির্বিঘ্নে এ তীর্থপরিক্রমা ২০১৯ সফল হোক। ঈশ্বর আমাদের সকলের মঙ্গল করুক।

রঞ্জিত কুমার দাস
সচিব (অ.দা.)
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১/আই পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা

নং-১৩.০৫.০০০০.০০৫.০৬.৬২৯.১৮.২২

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১৪ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিজ্ঞপ্তি

সকলের অবগতি জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় তীর্থভ্রমণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ থেকে ০৬ মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ৩০ জনের একটি তীর্থযাত্রীর দল সড়ক পথে ভারতের উল্লেখযোগ্য স্থান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দর্শন করা হবে। নিন্মোক্ত তীর্থভ্রমণ সূচি অনুয়ায়ী ভ্রমণযাত্রায় আগ্রহী অংশগ্রহণকারীদের আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হল। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ওয়েব সাইট www.hindutrust.gov.bd তে বহিঃবাংলাদেশ তীর্থযাত্রা আবেদন ফরম পাওয়া যাবে। তীর্থযাত্রার আবেদন ফরম জমার শেষে তারিখ : ২৭.০১.২০১৯ খ্রিস্টাব্দ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা।

তীর্থভ্রমণ সূচি		যোগাযোগ
২৪.০২.২০১৯	রবিবার বিকাল ৫.০০ টায় হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অফিস থেকে বেনাপোলের উদ্দেশে যাত্রা।	০১৭১২৬১৭৪৫৯ ৯৬৭৭৪৪৯ (অ.) ৯৬৩৫১৫০ (অ.) ০১৭১৫৬১৪৭৮৭ ৯৬৬৮০৪৫ (অ.) ০১৭১৬৫০২১৫৯ ০১৮১৫৬৫০৮২৩
২৫.০২.২০১৯	সোমবার ইমিগ্রেশন, ভারতে প্রবেশ ও দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকরে বিভিন্ন মঠ/মন্দির পরিদর্শ এবং রাত্রীযাপন।	
২৬.০২.২০১৯	মঙ্গলবার গয়ার উদ্দেশে যাত্রা।	
২৭.০২.২০১৯	বুধবার গয়ার অবস্থানকরে বিভিন্ন মঠ/মন্দির পরিদর্শন এবং রাত্রীযাপন।	
২৮.০২.২০১৯	বৃহস্পতিবার গয়া থেকে বৃন্দাবন ও মথুরার উদ্দেশে যাত্রা।	
০১.০৩.২০১৯	শুক্রবার বৃন্দাবনে অবস্থানকরে বিভিন্ন মঠ/মন্দির পরিদর্শন এবং রাত্রীযাপন।	
০২.০৩.২০১৯	শনিবার কাশীতে উদ্দেশে যাত্রা।	
০৩.০৩.২০১৯	রবিবার কাশীতে অবস্থানকরে বিভিন্ন মঠ/মন্দির পরিদর্শন এবং রাত্রীযাপন।	
০৪.০৩.২০১৯	সোমবার কাশী থেকে নবদ্বীপ ও মায়াপুরের উদ্দেশে যাত্রা।	
০৫.০৩.২০১৯	মঙ্গলবার মায়াপুরে রাত্রীযাপন।	
০৬.০৩.২০১৯	বুধবার মায়াপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা	

শর্তাবলি:

১. শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত লাক্সারী ট্যুরিষ্ট কোচের মাধ্যমে সড়কপথে এ ভ্রমণ সম্পন্ন হবে।
২. তীর্থযাত্রায় নিরামিষ আহারকে প্রাধান্য দেয়া হবে।
৩. রাত্রিযাপন আবাসিক হোটেলে এবং মহিলা তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা বিশেষভাবে বিবেচ্য।
৪. ট্যুরিষ্ট ভিসাসহ মূল পাসপোর্ট ও তিন কপি ছবি (১কপি ষ্টাম্পসহ) জমা দিতে হবে।
৫. এ ভ্রমণের জন্য প্রত্যেক তীর্থযাত্রীকে আবেদনপত্রের সাথে ট্রাস্ট কার্যালয়ে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা জমা দিতে হবে তবে পূজার খরচ, ব্যক্তিগত খরচ, পিণ্ডদান খরচ, ব্যক্তিগত খাওয়া, প্রসাদনী ও কেনাকাটা যাত্রী নিজে বহন করবে।
৬. তীর্থযাত্রী নির্বাচন করার চুড়ান্ত ক্ষমতা ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে ।
৭. তীর্থযাত্রার বাস্তবায়ন/বাতিল/পরিবর্তন করার ক্ষমতা ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

তীর্থ পরিক্রমা ২০১৯ এর ভ্রমণসূচি

দিন	তারিখ	বার	বিবরণ
১ম দিন	২৪/০২/১৯	রবিবার	বিকাল ৩.০০টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সন্ধ্যা ৬.০০টায় জগন্নাথ হল থেকে বাসে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা----------।
২য় দিন	২৫/০২/১৯	সোমবার	ইমিগ্রেশন, ভারতে প্রবেশ ও মায়াপুরে গমন, হোটেলে অবস্থান, মধ্যাহ্নভোজ ও বিভিন্ন মঠ মন্দির দর্শন এবং রাত্রীযাপন (ইসকন ভিআইপি গেষ্ট হাউজ, মায়াপুর)।
৩য় দিন	২৬/০২/১৯	মঙ্গলবার	মায়াপুর থেকে গয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা-----------।
৪র্থ দিন	২৭/০২/১৯	বুধবার	গয়ায় পিন্ডদানসহ সকল তীর্থস্থান দর্শন এবং বৌদ্ধ গয়া দর্শন ও রাত্রীযাপন (বুদ্ধিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল গেষ্ট হাউজ, বুদ্ধ গয়া)।
৫ম দিন	২৮/০২/১৯	বৃহস্পতিবার	ভোরে এলাহাবাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা, কানপুর এলাহাবাদে রাত্রীযাপন (ত্রিবেণী লজস, কানপুর) ।
৬ষ্ঠ দিন	০১/০৩/১৯	শুক্রবার	মথুরার উদ্যেশ্যে যাত্রা ও মথুরা দর্শন এবং বৃন্দাবনে রাত্রীযাপন (শ্রীকৃষ্ণ লজস, বৃন্দাবন)।
৭ম দিন	০২/০৩/১৯	শনিবার	বৃন্দাবনে রাত্রীযাপন (শ্রীকৃষ্ণ লজস, বৃন্দাবন)।
৮ম দিন	০৩/০৩/১৯	রবিবার	ভোরে আগ্রার উদ্দেশ্যে যাত্রা তাজমহল দর্শন এবং ----------- ।
৯ম দিন	০৪/০৩/১৯	সোমবার	কাশীতে পৌছে অবস্থান ও বারানসীতে রাত্রীযাপন (বানারস মন্দিরের গেষ্ট হাউজ)।
১০ম দিন	০৫/০৩/১৯	মঙ্গলবার	কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা--------------।
১১ম দিন	০৬/০৩/১৯	বুধবার	কলকাতায় অবস্থান করে মঠ/মন্দির দর্শন এবং রাত্রীযাপন (আশীর্বাদ গেষ্ট হাউজ, ইয়ারপোর্ট রোড, কলকাতা)।
১২ম দিন	০৭/০৩/১৯	বৃহস্পতিবার	ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা--------সীমানা চেকপোষ্ট এর কাজ শেষে বিকালে বেনাপোল গমন ০৮/০৩/১৯ তারিখ ঢাকায় উপস্থিতি।

মায়াপুর

যে ইস্কন মন্দিরের দৌলতে মায়াপুরের আজ জগৎজোড়া নাম সেই মন্দির দিয়ে শুরু করো গৌরতীর্থ মায়াপুর দর্শন। প্রথমে চন্দ্রোদয় মন্দির। মনোহর বাগিচা পেরিয়ে মন্দির। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের জীবন আখ্যান প্রদর্শিত। ইস্কন মন্দিরের মূল ফটকের ডাইনে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীপ্রভুপাদের বর্ণাঢ্য স্মৃতিমন্দির।

ইস্কন মন্দির থেকে বেরিয়ে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ। এর পর অদ্বৈত ভবন, ২৯ চুড়োর শ্রীচৈতন্য মঠ এবং শ্রীবাস অঙ্গন তথা খোল ভাঙার ডাঙা। রয়েছে ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ মঠ, জন্মভিটে তথা শ্রীমন্দির। ২৯ চুড়োর মঠের উল্টো দিকে পুণ্যিপুকুর শ্যামকুণ্ড, একই চত্বরে রাধাকুণ্ড ইত্যাদি।

খোল ভাঙার ডাঙা, এ রকম নাম কেন? শ্রীচৈতন্যের ঘোর বিরোধী ছিলেন এ অঞ্চলের প্রশাসক চাঁদ কাজী তথা মৌলানা সিরাজুদ্দিন। ফতোয়া জারি করে শ্রীচৈতন্যের নামকীর্তন বন্ধ করে দেন তিনি। সেই নিয়ম অমান্য করেই শ্রীচৈতন্য সাঙ্গোপাঙ্গকে নিয়ে নামকীর্তন বের করেছিলেন। যে ডাঙাতে শ্রীচৈতন্যের খোল ভেঙেছিলেন চাঁদ কাজী সেটাই হল খোল ভাঙার ডাঙা। সেখানেই আজ শ্রীবাস অঙ্গন। দমেননি শ্রীচৈতন্য। সেই রাতেই মশাল নিয়ে সংকীর্তন শোভাযাত্রা করে চাঁদ কাজীর বাড়িতে গেলেন। তর্কযুদ্ধে বসলেন। শেষে নিমাইয়ের কাছে যুদ্ধে হার মেনে ভক্ত হলেন চাঁদ। এই চাঁদ কাজীর সমাধিও মায়াপুরের অন্যতম দ্রষ্টব্য। মূল মায়াপুর থেকে ৩ কিমি দূরে বামনপুকুর। সেখানেই চাঁদের সমাধিপীঠ এবং ৫০০ বছরের পুরনো গোলকচাঁপা গাছ। সব মিলিয়ে মায়াপুর বাঙালি, অবাঙালি, পশ্চিমবঙ্গ বাসী, ভিন রাজ্যের মানুষ থেকে বিদেশি সকলের কাছেই এই আকর্ষণীয়।

কলকাতা থেকে বাসে ৪ ঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়া যায় মায়াপুর। অথবা শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে কৃষ্ণনগর, সেখান থেকে বাসে মায়াপুর। কৃষ্ণনগর থেকে ন্যারোগেজ লাইনে নবদ্বীপধাম স্টেশনে পৌঁছে নৌকায় জলঙ্গি পেরিয়ে আসা যায় মায়াপুর। অনেক সময়ে ট্রেনে নবদ্বীপ গিয়ে সেখান থেকে নৌকা করে ভাগীরথী পেরিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় মায়াপুরে। ইস্কনের বাসও কলকাতা থেকে মায়াপুর নিয়ে যায় নিয়মিত। ইস্কনের অতিথিশালাতেই রাত কাটানো যায়।

নবদ্বীপ

বৈষ্ণব ধর্মের পীঠস্থান নবদ্বীপ। ভাগীরথীর পাড়ে নবদ্বীপে ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দে দোলপূর্ণিমায় আবির্ভাব শ্রীচৈতন্যদেবের। গঙ্গার প্রবাহ বদলে বিভ্রান্তি ঘটেছে জন্মভিটে নিয়ে। তবে শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্ম আজকের নবদ্বীপে। জন্মভিটে নিয়ে বিভ্রান্তি ঘটলেও ঘরে ঘরে গৌরাঙ্গপ্রভুর মন্দির। নবদ্বীপ জুড়ে একের পর এক মন্দির আর মঠের সারি। বিরাম নেই নাম সংকীর্তনের। সারা দিন ধরেই চলে দেবতার ভজন।

রিকশা ভাড়া করে বা পায়ে পায়ে ঘুরে নেওয়া যায় মন্দিরগুলি। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতিষ্ঠিত দার নির্মিত মহাপ্রভুর বিগ্রহ মন্দির, বুড়ো শিব, হরিসভা, পোড়ামাতলা মহাপ্রভু মন্দির, অদ্বৈতপ্রভু মন্দির, জগাই-মাধাই, শচীমাতা-বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্মভিটায় নিত্যানন্দপ্রভুর মন্দির, বড় আখড়া, শ্রীশ্রী গোবিন্দজিউ, সোনার গৌরাঙ্গ, সমাজবাড়ি, বড় রাধেশ্যাম, রাধাবাজারে শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন, দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, মণিপুর পাড়ায় সোনার গৌরাঙ্গ। মন্দিরের উপনিবেশ যেন নবদ্বীপ পুরসভার হিসাবে ১৮৬টি মন্দির। হাওড়া-শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে যাওয়া যায় নবদ্বীপ। কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর গিয়ে সেখান থেকে বাসে যাওয়া যায়। অথবা কৃষ্ণনগর থেকে ন্যারোগেজ লাইনে নবদ্বীপধাম স্টেশনে পৌঁছে ফেরি পেরিয়ে নবদ্বীপে যাওয়া যায় বা সরাসরি বাসে নবদ্বীপে পৌঁছনো যায়। নবদ্বীপধাম স্টেশনের কাছে মিউনিসিপাল ট্যুরিস্ট লজ। এ ছাড়া শহর জুড়ে নানান বেসরকারি লজ, ধর্মশালা ও অতিথিশালা আছে। নবদ্বীপের প্রধান আকর্ষণ রাস উৎসব। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ধুমধামে পালিত হয় এই রাস মেলা। রাসে মূর্তিপূজায় বৈচিত্র আছে নবদ্বীপে।

গয়া

ভারতের বিহার প্রদেশে ফল্গুনদীর তীরে গয়া অবস্থিত। দেবতাদের যজ্ঞের জন্য গয়াসুর এখানে তার দেহ দান করেছিনে। গয়া হিন্দুদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান, এখানে শ্রীবিষ্ণুর মন্দির আছে। বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিলে মৃত ব্যক্তির মুক্তি হয় তার আর পুনঃজন্ম হয় না। মৃত পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে গয়াতে পিণ্ড দেওয়া হয়। গয়াতে পিন্ড দান করা পুত্রের একটি বড় কর্তব্য। গয়া হিন্দুর পরম পবিত্র এবং প্রধান তীর্থস্থান। প্রাচীনকালে দ্বাপরের শেষ পর্যন্ত একে মগধ বলত। সে সময় রাজা জরাসন্ধ এখানে রাজত্ব করতেন। এস্থানে পিতৃপরুষদের নামে পিণ্ডদান করা হয়। শৈলমালার শোভা গয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য। রামশিলা, ব্রহ্মযোনি ইত্যাদি পাহাড়ের দ্বারা বেষ্টিত। সমস্ত পর্বতের শিখরেই দেব-দেবীর মন্দির আছে। রামশিলা ৩০২ ফুট উচ্চ। এর উপরে উঠবার সিঁড়ি আছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে ব্রহ্মযোনি পর্বতের বিষয়ে লেখা আছে যে, গৌতম বৃদ্ধের স্মৃতি অক্ষুন্ন ও চিরস্থায়ী রাখার জন্য সম্রাট অশোক এর শিখরের উপর একটি স্তুপ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ আর তার চিহ্নমাত্র নেই। ফল্গু নদী গয়াতীর্থের চরণ ধৌত করে দক্ষিণ হতে উত্তরে প্রবাহিত হয়েছে। এটি একটি পাহাড়ী নদী বিশেষ। এতে জলের পরিবর্তে মরুভূমি সদৃশ্য বালুকারেণু দেখতে পাওয়া যায়। তবে বিস্তর দেব-দেবীর মন্দির আছে, তার মধ্যে বিষ্ণুপাদ মন্দিরই সর্বশ্রেষ্ঠ। এর নির্মাণকারিণী বিশ্ববিখ্যাত পূন্যময়ী মহারাণী অহল্যাবাঈ।

যখন গয়াসুর দৈব্য ব্রহ্মার দ্বারা যজ্ঞ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তপস্যা আরম্ভ করল তখন ব্রহ্মা তার মাথার উপর একখানা পাথর রেখে মুক্ত করলেন, সে স্থানে গদাধর নামে শ্রীভগবান প্রকট হয়ে সবর্দা বিরাজ করতে লাগলেন। সে স্থানে দেবতাদের সাথে যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণগণকে নানা প্রকার প্রচুর বস্তু দান করলেন। সে সময় হতে উক্ত ক্ষেত্রে অত্যন্ত পবিত্র বলে গণ্য হচ্ছে। পিতৃলোক সর্বদা মনে করেন যে, অনেক পুত্রের মধ্যে যদি একটি পুত্র গয়াক্ষেত্রে গিয়ে নীল বৃষোৎসর্গ, পিণ্ডদান, অন্নদান কিংবা যাহা কিছু সে দান করবে তাই হতেই পৃতৃপুরুষগণ মুক্ত হবেন। তাছাড়া গয়াক্ষেত্রে পিতৃলোকদিগের নিমিত্ত পিণ্ডদান করা বিধেয় এবং নিজের জন্য তিলরহিত পিণ্ডদান করলে ব্রহ্মহত্যাদি ঘোর পাপ সকল হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে কোনো লোক কাহারও নাম গোত্র লইয়া গয়াতে পিণ্ডদান করেন সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান করলে, কুরুক্ষেত্রে বাসের ফলপ্রাপ্তি হয়। যদি কেহ গয়াক্ষেত্রে যেয়ে শ্রাদ্ধ করে তা হলে তাকে অন্য কোন স্থানে বাস করবার প্রয়োজন হয় না। মলমাসে জন্মক্ষেত্রে বৃহস্পতিতেও গয়াশ্রাদ্ধ হয়ে থাকে। যদি ভ্রমক্রমে গয়াক্ষেত্রে মৃত্যু হইয়া যায় সে মুক্ত হইয়া যাবে এতে সন্দেহ নাই। গয়ায় গিয়ে ব্রাহ্মণভোজন অবশ্যই করাবেন, ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হলে পিতৃলোকও সন্তুষ্ট হয়ে থাকে। গয়াক্ষেত্রে মস্তক মুণ্ডন করালে একশত এক কুল পর্যন্ত পিতৃলোক মুক্ত হয়ে যায়। গয়াক্ষেত্রে গদাধর ভগবানকে স্মরণপূর্বক পিতৃলোক যেই স্থানে থাকুক না কেন তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হবেন। গয়াতে পিণ্ডদান করার সময় কামক্রোধাদি অবশ্যই ত্যাগ করবেন এবং জীবমাত্রেই সম্পূর্ণ মঙ্গল কামনা করবেন। যে মানুষ তীর্থে গিয়ে নিজের মন অন্য দিকে ফিরাবে তার তীর্থযাত্রার ফল কখনও হয় না। গয়াক্ষেত্রের স্থানে স্থানে তীর্থ আছে, এ কারণে গয়াক্ষেত্র সমস্ত তীর্থ হতে শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলে গণ্য হয়ে থাকে। যদি কেহ মীন, মেষ, কন্যা, ধনু ও মকরের চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় গয়ায় পিণ্ডদান করেন, তাহার ন্যায় ফল তিনলোকেও দুর্লভ।

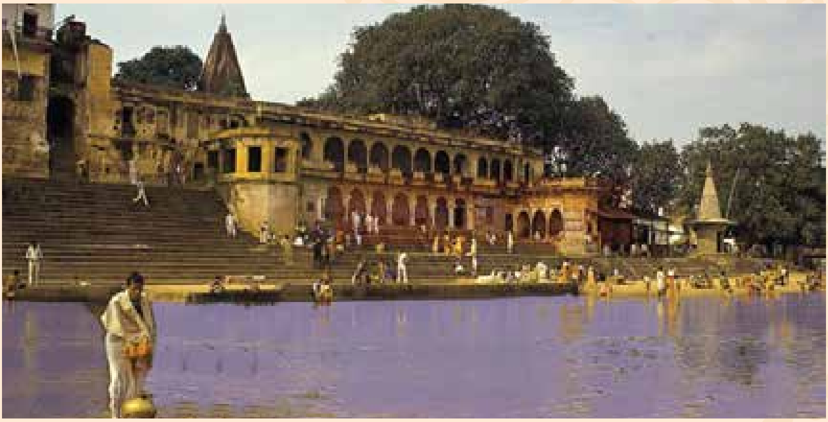

কাশী

পুরাকালে একদা ভৃগুমুনি বেরা নদীর তীরে সনান্দচিত্তে বসে ছিলেন, এমন সময় লোমশাদি ঋষিগণ তথায় সমাগত হয়ে বিনয়াবনত মস্তকে তাঁকে বললেন, 'হে বগবান, ধর্মের সমস্ত মর্ম আপনি অবগত আছেন। অতএব, কি উপায়ে মুমূক্ষু ব্যক্তিগণ নির্বাণ বা মুক্তি অর্জন করতে পারে, তাহা কৃপাপূর্বক আমাদিগকে বলুন। তখন সে তত্ত্বদর্শী মুনিবর, বললেন, ' আপনাদের এ উৎকৃষ্ট প্রশ্নে আমি পরম প্রীতিলাভ করলাম। আপনারা যে প্রশ্ন করেছেন তার যথার্থ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে স্বয়ং ব্রহ্মারও অনেক সময় লাগে। যাহা হউক, তাঁর নিকট আমি যেরূপ শ্রবণ করেছি, তা আপনারা শুনুন-

কল্পনান্তে যখন যাবতীয় পদার্থের লয় হয়ে বহুকাল গত হল, তখন ভগবান শ্রীপতি পুনরায় সৃষ্টি করবার মানসে আকাশের সৃষ্টি করলেন, তৎপরে রায়ূ, ত্যেজ এবং জল ও জল হতে ক্ষিতির সৃষ্টি করবেন। পরে তিনি লীলাদহ ধারণ করলেন এবং তাঁর নাভিপদ্ম হতে ব্রহ্মা সৃষ্টি হলেন। ব্রহ্মা হতে ক্রমশ সর্বজীবেনর উৎপত্তি হল। তখন ব্রহ্মা ও নারায়ণের মধ্যে সৃষ্টিকর্তা কে এ বিষয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক এবং প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হল। এভাবে বহু বৎসর অতীত হবার পর তাঁদের সম্মুখে এক বিশাল জ্যোতির্লিঙ্গ আবির্ভূত হল এবং উভয়ে বিস্মিত এবং হতবুদ্ধি হলেন। ক্রমে সে লিঙ্গ এক পুরুষের আকার ধারণ করল। উভয়ে এ মুর্তিকে পরমপুরুষ জ্ঞানে স্তব করতে লাগলেন। তখন সে পরমপুরুষ বললেন, তোমরা একত্রে আমার লিঙ্গমুর্তি দর্শন করলে। ইহা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। এর নাম বিশ্বেশ্বর এবং ইহার অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স মুক্তির একমাত্র সাধন। এ জ্যোতির্লিঙ্গ বা বিশ্বেশ্বর যে স্থানে আবির্ভূত হল, সে ক্ষেত্রে মানবগণ প্রবেশমাত্রই সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হবে। এ ক্ষেত্র আমি কখনও ত্যাগ করে যাব না, এজন্য ইহাকে অভিমুক্ত বারানসী বলা হবে।

এখানে যারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে আমি তাদের কর্ণে তারক ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করব। তার পর মুনি ভৃগু পুনরায় বললেন, যে মুনিগণ- নারায়ণ এবং ব্রহ্মা জ্যোতির্লিঙ্গ মধ্যে যে পরমপুরুষ দর্শন করেছিলেন, তাই কাশীধামে নির্বাণদাতা বিশ্বেশ্বর এবং সে জ্যোতিই কাশীক্ষেত্র।

সত্যযুগে ভূরিদ্যুম্ন নামক এক রাজা ছিলেন। তাঁর বহু সংখ্যক স্ত্রীর মধ্যে বিভাবরীর প্রতি তিনি বিশেষ আসক্ত ছিলেন। রাজকার্যে অবহেলার দরুন শত্রুরা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে দখল করে নিল। তিনি বিভাবরীকে নিয়ে বনে পালিয়ে গেলেন। ক্ষুধা-পিপাসায় একান্ত অধীর হয়ে তিনি একদিন বিভাবরীকেই বধ করে তাহার মাংস ভক্ষণ করতে উদ্যত হলেন। সে সময়ে কয়েকটি সিংহ হঠাৎ সেস্থানে এসে পড়ায় রাজা পলায়ন করলেন এবং পথিমধ্যে কয়েজন ব্রহ্মচারী ভিক্ষা শেষ করে কুটিরাভিমুখে যাচ্ছে দেখলেন। ভিক্ষান্নের লোভে রাজা তাদেরকের বধ করলেন। হঠাৎ তাদের যজ্ঞোপবীত দর্শনে রাজার জ্ঞানোদয় হয়। তিনি বুঝলেন যে তিনি ব্রাহ্মণ ও স্ত্রী হত্যা করে ঘোর পাপ অর্জন করেছেন। তখন তিনি শালঙ্কায়ন মুনির কাছে গমন করেন এবং মুনি তাঁকে উপদেশ দেন যে তিনি পাপ হতে মুক্তিলাভার্থে

কাশীপুরীতে গমণ করুন। তথায় গমন করলে অগ্নিতে তুলার ন্যায় তাঁহার সমস্ত পাপ ধ্বংস হবে। তিনি কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করে কাশীতে প্রবেশমাত্রই ঐ বস্ত্র শুভ্র হয়ে যাবে। মুনির উপদেশে রাজা কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করে কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ করা মাত্র তাঁর বস্ত্র শুভ্র হয়ে গেল। রাজাও পরম বিস্মিত হয়ে কাশীর মহিমা চিন্তা করতে করতে ভগবানের পূজা করতে লাগবেন।

মথুরা ও বৃন্দাবন

মথুরা একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। এখানে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির আছে। মথুরা ভারতের উত্তর প্রদেশে উপস্থিত। এ মথুরা নগরীতেই কংসের কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করে। যথুরার কাছেই বৃন্দাবন। বৃন্দাবনেই কাটে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকাল এবং ছেলেবেলা। বৃন্দাবন আর মথুরা এ দু জায়গাতেই শ্রীকৃষ্ণের বহু অলোকিক লীলা সংগঠিত হয়। অত্যাচারী রাজা কংসকে তিনি বধ করেন, কংসের মৃত্যুতেই মথুরায় শান্তি ফিরে আসে। মথুরা বা বৃন্দাবনে বহু কৃষ্ণলীলার চিহ্ন আছে। মথুরা ও বৃন্দাবন বৈষ্ণবদের অতি প্রিয় স্থান। আমারা যারা হিন্দু এঁদের উচিত মথুরা বৃন্দাবন ভ্রমণ করে ঐ সকল স্থান দর্শন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য পাওয়া বা তাঁর করুণা লাভ করা।

দক্ষিণেশ্বর

দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির আক্ষরিক অর্থেই রানী রাসমণির স্বপ্নের মন্দির। জানবাজারের রানীর কথায়, কাশী যাওয়ার পথে স্বয়ং দেবী কালী তাঁকে স্বপ্নে এই মন্দির তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই মন্দির তৈরি করতে তখনকার দিনে রানীর খরচ হয়েছিল ৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। ১৮৪৭-তে মন্দির নির্মাণ শুরু হয়ে শেষ হয় ১৮৫৫-য়। ১০০ ফুটেরও বেশি উঁচু এই নবরত্ন মন্দিরের স্থাপত্য দেখার

মতো। গর্ভগৃহে সহস্র পাপড়ির রৌপ্য-পদ্মের উপর শায়িত শিবের বুকে দেবী কালী দাঁড়িয়ে। এক খন্ড পাথর কুঁদে তৈরি হয়েছে এই দেবীমূর্তি।

কৈবত্যের গড়া মন্দির --- তখনকার ব্রাহ্মণ সমাজ বয়কট করলেন। পূজারী হবেন না কেউ। অবশেষে হুগলির কামারপুকুর থেকে রামকুমার চট্টোপাধ্যায় এলেন পূজারী হয়ে। রামকুমারের পর তাঁর ভাই গদাধর দায়িত্ব নিলেন। কালে কালে গদাধর হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। সাধক রামকৃষ্ণের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িয়ে দক্ষিণেশ্বরের এই মন্দির। তাঁর সারল্য ও মানবিক বোধের সংমিশ্রণে তিনি এখানে দেবী কালীকে ভবতারিণী রূপে উপাসনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বাসও করতেন মন্দির প্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি ঘরে, আজ যা মহাতীর্থ। রোজ হাজার হাজার দর্শনার্থী আসেন তাঁকে প্রণাম জানাতে। কাছেই পঞ্চবটি (অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, অশোক ও আমলকী)। এখানে নিয়মিত সাধনায় বসতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মন্দির চত্বরে ঢোকার আগে রয়েছে রানী রাসমণির মন্দির। আর গঙ্গার পাড় ধরে রয়েছে দ্বাদশ শিবমন্দির। সুবিস্তীর্ণ মন্দির প্রাঙ্গণে আরেক দ্রষ্টব্য লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির।

বেলুর মঠ

মন্দির, মসজিদ ও গির্জা -- তিন ধর্মের উপাসনাস্থলের গঠনশৈলির মিশ্রণে তৈরি এই অসাধারণ মন্দিরটি। এটি সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদেরও একটি অনুপম নিদর্শন। মন্দিরের ভিতরে বিশাল উপাসনা কক্ষ। বেদীর উপর উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের শ্বেতমর্মর মূর্তি।

স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র ৩৯টা বছর ছিল তাঁর পরমায়ু। এই ক্ষণজন্মা মানুষটি সারা বিশ্বে কী ব্যাপক আলোড়নই না তুলে দিয়ে গেলেন। ধর্মাচরণকে নতুন ভাবে দেখতে শেখালেন, নতুন ভাবে করতে শেখালেন। গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারাণসী সমতুল। এই সেই জায়গা, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পূত অস্থি কাঁধে করে বয়ে এনে প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী বিবেকানন্দ। গোড়াপত্তন হল বেলুড় মঠের। স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে মন্দিরের নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৯৩৬-এ। ১৯৩৮ সালের ১৪ জানুয়ারি উদ্বোধন হয়।

কালক্রমে গড়ে উঠল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মূল দফতর। এই প্রতিষ্ঠান স্বামী বিবেকানন্দের সমাজচিন্তাকে ছড়িয়ে দেওয়া ও আধ্যাত্ম-চর্চার পবিত্র হিসেবে বাঙালি সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ৪০ একর জমির উপর অবস্থিত মূল মঠপ্রাঙ্গণে রামকৃষ্ণ পরমহংস, সারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দের দেহাবশেষের উপর অবস্থিত মন্দির ও রামকৃষ্ণ মিশনের সদর কার্যালয় অবস্থিত। এছাড়াও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসকে তুলে ধরার লক্ষ্যে একটি সংগ্রহশালা এখানে স্থাপিত হয়েছে। বেলুড় মঠ-সন্নিহিত একটি প্রাঙ্গণে গড়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ মিশন অনুমোদিত বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র। স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে মন্দিরের নকশা নির্মাণ করেছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের অপর সাক্ষাতশিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত এই মঠের ধারেই এক দু'তলা বড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ থাকতেন। এই বাড়িতেই তিনি দেহ রাখেন। বিবেকানন্দের ব্যবহৃত জিনিসপত্র দেখতে বহু মানুষ এই বাড়িটিতে যান। ফলে একে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। গঙ্গার পাড় ধরে দক্ষিণ দিকে এগোতে একে একে পড়ে ব্রহ্মানন্দ মন্দির, মা সারদার মাতৃমন্দির, স্বামীজির মন্দির ও মহারাজদের সমাধি।

রামকৃষ্ণের স্মৃতিধন্য এই মন্দিরের শোভা দেখতে দেশবিদেশ থেকে বহু পর্যটক এখানে আসেন।

কালিঘাট

কালী কলকাত্তাওয়ালী কিংবা কালীক্ষেত্র কলকাতা। কলকাতার নামের সঙ্গে কী ভাবে জড়িয়ে গেছে কালীঘাটের নাম। কলকাতার নাম কী ভাবে এসেছে তা নিয়ে নানা কাহিনি। অনেকেই মনে করেন কলকাতা নাম কালীঘাট থেকেই এসেছে। এর কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। তবু কলকাতা, বাঙালি আর মা কালী যেন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তাই কলকাতা বেড়াতে এসে ধর্মপ্রাণ মানুষ কালীঘাটে মা কালীকে দর্শনে আসবেন না, তা খুব একটা হয় না।

কালীঘাট কলকাতায় হুগলি নদীর প্রাচীন প্রবাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি ঘাট, যা কালীপূজার কারণে পবিত্র। হুগলি নদীর (গঙ্গা) আদি প্রবাহপথ আদিগঙ্গার তীরে এই কালীক্ষেত্র।

কালীঘাট আজ ভারত-বিখ্যাত তীর্থস্থান। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সমাজের শীর্ষ স্তরের মানুষজন, বলিউডের সেলিব্রিটি বা নানা রঙের রাজনীতিবিদ, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফল মানুষরা ভিড় জমান এই তীর্থস্থানে।

বর্তমান মন্দিরের বয়স ২০০ ছাড়িয়েছে। প্রজাদের মঙ্গল কামনায় বড়িশার শিবদেব রায়চৌধুরী মন্দির নির্মাণে হাত দেন। শেষ হয় পুত্র রামলাল ও ভাইপো লক্ষ্মীকান্তর হাতে। আটচালা এই মন্দিরেও ছিল পোড়ামাটির অলঙ্করণ। আজ সে সব বিনষ্ট। পরবর্তী কালে দফায় দফায় মন্দিরের সংস্কার হয়েছে। শোনা যায়, আরও অতীতে যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যর কাকা রাজা বসন্ত রায়ের গড়া আদি মন্দিরটি লুপ্ত। দেবমূর্তির অধোভাগ দেখা যায় না। মুখ কালো পাথরে তৈরি। দেবীর জিভ, দাঁত, হাত সোনার পাতে মোড়া। হাতের খড়্গ আর পোর, মুকুট সোনার।

কালীঘাট ৫১টি শক্তিপীঠের অন্যতম। বলা হয়, সতীর ডান পায়ের চারটে আঙুল এখানে পড়েছিল। কিংবদন্তি আছে, এক ভক্ত ভাগীরথী নদীর তীরে একটি উজ্জ্বল আলোর রেখা দেখতে পান। খুঁজে দেখা যায়, মানুষের পায়ের পাতার আকারের একটি প্রান্ত থেকেই আলোটি আসছে। তিনি তার কাছেই নকুলেশ্বর ভৈরবের একটি স্বয়ম্ভূ লিঙ্গও খুঁজে পান। তখন সেই ভক্ত জঙ্গলের মধ্যে কালীর পূজা শুরু করেন।

কালী মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে পীঠরক্ষক ভৈরব নকুলেশ্বরের মন্দির।

কলকাতা মেট্রো রেলের কালীঘাট স্টেশন থেকে হেঁটেই পৌঁছে যাওয়া যায় কালীঘাটে।

তারাপীঠ

বাংলার অন্যতম প্রধান পূজিত দেবী হল কালী। নানা রূপে, নানা জটিল বিমূর্ততায় বাংলা জুড়ে এই শক্তির দেবী পূজিত হন।

হিন্দু পুরাণ অনুসারে, শিবের রুদ্রতার ফলে সতীর দেহের নানা অংশ বহু স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার থেকে ভারত জুড়ে বিভিন্ন সতীপীঠের জন্ম হয়েছে। তারাপীঠকেও ৫১টি সতীপীঠের অন্যতম বলে মনে করা হয়।

সতীর চোখের ঊর্ধ্বনেত্রের মণি অর্থাৎ তারা পড়ায় দ্বারকা নদীর পুব পাড়ের চন্ডীপুর আজ তারাপীঠ। তবে তারাপীঠের আরও বেশি মাহাত্ম্য শক্তিপীঠ বা মহাপীঠ হিসাবে। কথিত আছে, সাধক বশিষ্ঠ দ্বারকার কুলে মহাশ্মশানের শ্বেত শিমূলের তলে পঞ্চমুর্তির আসনে বসে তারামায়ের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তবে, সে দিনের শিমূল গাছ আজ আর নেই। খরস্রোতা দ্বারকাও আজ হেজেমজে নোংরা খাল। জনারণ্যে হারিয়ে গেছে মহাশ্মশানের ভয়াবহতা। ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠর সিদ্ধপীঠ এই তারাপীঠ আরও অনেকেরই সাধনপীঠ-তাঁদের মধ্যে উলেখযোগ্য সাধক বামাক্ষ্যাপা।

বণিক জয় দত্তের তৈরি করে দেওয়া তারামায়ের মন্দিরটি আজ আর নেই। বর্তমানের উত্তরমুখী আটচালা মন্দিরটি ১২২৫ বঙ্গাব্দে তৈরি করান মলারপুরের জগন্নাথ রায়। দেবী এখানে তারাময়ী কালী মুখমন্ডল ছাড়া সারা অঙ্গ বসনে আবৃত। সন্ধ্যায় দর্শন মেলে মূল দ্বিভুজা ছোট্ট মূর্তির। এর দুটি হাত, গলায় সাপের মালা, পবিত্র সুতোয় অলঙ্কৃত, বাঁ কোলে শিব স্তন্য পান করছে। শত শত বছরের পুরনো বিশ্বাস, এই মন্দিরে প্রার্থনা করে কোনও ভক্ত খালি হাতে ফেরে না।

তারাপীঠের মন্দিরে সারা বছরই জনসমাগম হয় এবং প্রতিদিনই এখানে গরিবদের খাওয়ানো হয়। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ভক্ত এখানে পুজো দিতে আসেন। মহাপীঠ বলে পরিচিত এই মন্দির, হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র ধর্মস্থান। বলা হয়, তুমি যদি সৎ হও, তবে তুমি পৃথিবীর যেখানেই থাকো এবং যে ধর্মাচরণই করো না কেন, মা তারার আর্শীবাদ সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকবে এবং তোমার আশা পূরণে সহায়তা করবে। তোমার হৃদয় ও মনের যাবতীয় যন্ত্রণা তিনি দূর করবেন।

দেবী দর্শনের পর ঘুরে নিতে পারেন বামাক্ষ্যাপার সমাধি মন্দির। এখানে রয়েছে সাধকের মূর্তি।

কলকাতা থেকে ২৬৪ কিলোমিটার দূরে তারাপীঠে আসা যায় হাওড়া থেকে ট্রেনে। নামতে হয় রামপুরহাট বা তারাপীঠ রোড স্টেশনে।

বুদ্ধ গয়া

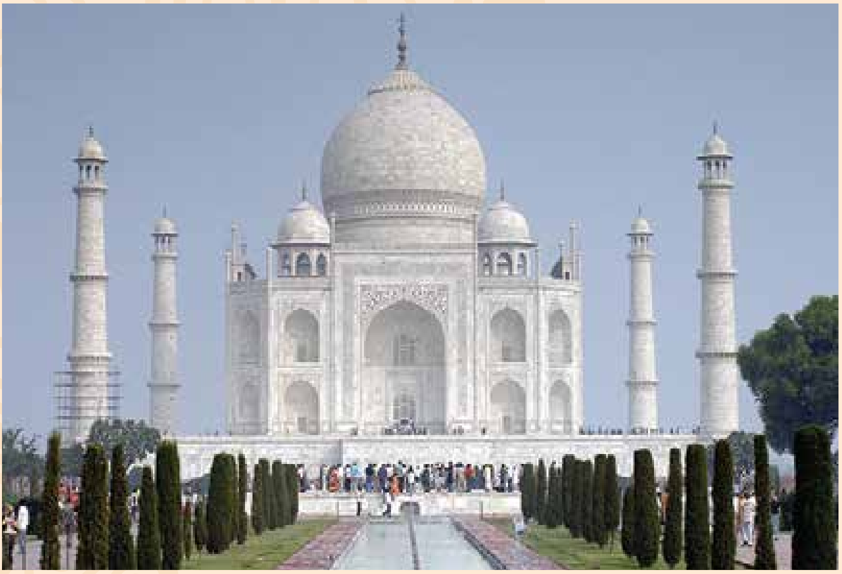

তাজমহল, আগ্রা

২৫-২৭ জানুয়ারি ২০১৯ অনুষ্ঠিত তীর্থভ্রমণের চিত্র

শ্রীশ্রী চন্দ্রনাথ ধাম, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

শ্রীশ্রী শংকর বেদান্ত মঠ ও মিশনে তীর্থযাত্রী দল

২৭-২৯ ডিসেম্বর ২০১৭ অনুষ্ঠিত তীর্থভ্রমনের চিত্র

শ্রীশ্রী আদিনাথ ধাম, মহেশখালী, কক্সবাজার

২৭-২৯ ডিসেম্বর ২০১৭ তীর্থযাত্রী দল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mora.gov.bd

নম্বর-১৬.০০.০০০০.০০৪.০৩.১৭২.১৪-৭২

তারিখ : ০৬.১১.১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ১৮.০২.২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

অফিস আদেশ

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিতব্য ৩১ জন তীর্থযাত্রীকে ভারতের গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, দক্ষিনেশ্বর, বেলুর মঠ ও মায়াপুর তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারী থেকে ৭ মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত পর্যন্ত অথবা যাত্রার তারিখ থেকে ১২ (বার) দিন ভারত গমনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দেয় হ'ল :

ক্রম	নাম ও ঠিকানা	পাসপোর্টনম্বর
১.	স্বপ্না ভদ্র, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ	OC 8217248
২.	রত্না ভদ্র, সাতপাই, নেত্রকোনা	OC 2223919
৩.	রঞ্জিতা বালা পাল, কালিগঞ্জ, গাজীপুর	BP 0846679
৪.	গৌরী রানী বনিক, বাটাজোড়, গৌরনদী, বরিশাল	BP 0005736
৫.	সন্তোষ কুমার বিশ্বাস, ঝিকাবাড়ী, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ	BP 0743254
৬.	পুস্পা বিশ্বাস, ঝিকাবাড়ী, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ	BP 0743245
৭.	বিশ্বজিত বড়ুয়া, বাড়ি-৭৮, ব্লক-এইচ, বনানী, ঢাকা	BY 0747836
৮.	গীতা রানী চৌধুরী, বাড়ি-৭৮, ব্লক-এইচ, বনানী, ঢাকা	BM 0276601
৯.	ভোলানাথ পোদ্দার, ভাদুলিয়া, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ	BK 0843369
১০.	সুনীল কুমা রদাস, ৩৮০, মদিনা মসজিদ রোড, সদর, কুমিল্লা	BL 0012666
১১.	আভা নন্দী, ৩৮০, মদিনামসজিদরোড, কুমিল্লাসদর, কুমিল্লা	BM 0618785
১২.	রাধাগোবিন্দ দেবনাথ, রামদি, কবিরহাট, নোয়াখালী	BX 0981318
১৩.	মধুসূদন নাথ, রামদি, কবিরহাট, নোয়াখালী	BR 0858894
১৪.	লাক্ষীপ্রভা নাথ, রামদি, কবিরহাট, নোয়াখালী	BR 0847020
১৫.	রিপ্তু নাথ, রামদি, কবিরহাট, নোয়াখালী	BR 0858844
১৬.	উত্তম কুমার শর্মা, সোনাপাহাড়, মিরসরাই, চট্টগ্রাম	BR 0975611
১৭.	সরস্বতী রানী দাস, আরামকাঠী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর	OC 220059
১৮.	দীপক লাল মৃধা, জুলুহার, নেছারাবাদ, পিরোজপুর	BT 0571620
১৯.	অম্লান কুমার মন্ডল, দেবীতলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা	BY 0807388
২০.	পরেশ চন্দ্র রায়, নৈকাঠী, রাজাপুর, ঝালকাঠী	OC 8217248
২১.	আলো রানী মজুমদার, নৈকাঠী, রাজাপুর, ঝালকাঠী	OC 2223919
২২.	সাহা শৈলেন্দ্র নাথ, বরিশাট, শ্রীপুর, মাগুরা	BX 0392399
২৩.	স্বপ্না রানী সাহা, বরিশাট, শ্রীপুর, মাগুরা	BW 0558637
২৪.	পারুল বালা সাহা, টেপাখোলা, কালীবাড়ীরোড়, ফরিদপুর	BY 0541512
২৫.	ইরা রানী, নাড়িকেলবাড়িয়া, বাঘারপাড়া, যশোর	BN 0066053
২৬.	প্রণব কুমার নাথ	BH 0710387
২৭.	সুজন কুমার দাস	BC 0283666
২৮.	রিপন কুমার দাস	BW 0812396
২৯.	প্রণবেশ রায়, সহকারী হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা	OC 4180687
৩০.	বিপুল বিহারী হালদার, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর	BY 0682509
৩১.	প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, ৪/১, বসতী হাউজিং, মিরপুর-২, ঢাকা	BY 0671665

(ক) উল্লিখিত তীর্থ ভ্রমণের যাবতীয় ব্যয়ভার ট্রাস্টের বিধি-বিধানের আলোকে বহন করতে হবে ;
(খ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব প্রণবেশ রায়ের তীর্থ ভ্রমণের যাবতীয় ব্যয়ভার হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বহন করবে ;
(গ) সম্মানিত তীর্থযাত্রীগণ নির্ধারিত সময়ে দেশে ফেরৎ এসে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টে রিপোর্ট করবেন ;
(ঘ) সম্মানিত তীর্থযাত্রীগণ ভ্রমণের সময় সকল ক্ষেত্রেই সদাচরণ করবেন এবং দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় এম কোন আচরণ করবেন না ;
(চ) তীর্থযাত্রা সমাপনের পর এ বিষয়ে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হ'ল।

(মো: জিয়াউদ্দিন ভূঁঞা)
সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৪৫৩০৬।
e-mail : org_sec@mora.gov.bd

(২)

নম্বর-১৬.০০.০০০০.০০৪.০৩.১৭২.১৪-৭২...

তারিখ : ০৬.১১.১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ১৮.০২.২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'ল :

১. পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২. মান্যবর হাই কমিশনার, বাংলাদেশ হাই কমিশন, নয়া দিল্লী, ভারত।
৩. মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪. মান্যবর উপ-হাইকমিশনার, কলকাতা, ভারত।
৫. সচিব, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ১/আই, পরীবাগ, ঢাকা।
৬. পরিচালক, হযরত শাহজালাল (র:) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা।
৭. প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
৮. মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
৯. সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১০. সিস্টেম এনালিস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (অফিস আদেশটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১১. ইমিগ্রেশন অফিসার, হযরত শাহজালাল (র:) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা।
১২. ইমিগ্রেশন অফিসার, বেনাপোল, যশোর।
১৩. জনাব..।
১৪. অফিস কপি।

যাঁরা তীর্থযাত্রী হলেন

তীর্থযাত্রী: **স্বপ্না ভদ্র**
অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ
মোবাইল: ০১৭১৪৪৫১৯২৫

তীর্থযাত্রী: **রত্না ভদ্র**
সাতপাই, নেত্রকোনা
মোবাইল: ০১৭৩৬৪৩৬৭০৭

তীর্থযাত্রী: **রঞ্জিতা বালা পাল**
কালিগঞ্জ, গাজীপুর
মোবাইল: ০১৭৩৮০৪৬৬৬৬

তীর্থযাত্রী: **গৌরী রানী বনিক**
বাটাজোড়, গৌরনদী, বরিশাল
মোবাইল: ০১৭১২৬০৩০৬১

তীর্থযাত্রী: **সন্তোষ কুমার বিশ্বাস**
ঝিকাবাড়ী, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ
মোবাইল: ০১৫২০১০২৮৮৬

তীর্থযাত্রী: **পুষ্প বিশ্বাস**
ঝিকাবাড়ী, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ
মোবাইল: ০১৯১২৪১৮০১৫

তীর্থযাত্রী: **বিশ্বজিত বড়ুয়া**
বাড়ি-৭৮, ব্লক-এইচ, বনানী, ঢাকা
মোবাইল: ০১৮১৯২১৮০৬৯

তীর্থযাত্রী: **গীতা রানী চৌধুরী**
বাড়ি-৭৮, ব্লক-এইচ, বনানী, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭১১৫৮৫৯৪৫

তীর্থযাত্রী: **ভোলানাথ পোদ্দার**
ভাদুলিয়া, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ
মোবাইল: ০১৮১৭০৭৩৬৪৮

তীর্থযাত্রী: **রাধা গোবিন্দ দেবনাথ**
রামদি, কবিরহাট, নোয়াখালী
মোবাইল: ০১৮১৫৭২১৭৮৮

তীর্থযাত্রী: **সুনীল কুমার দাস**
৩৮০, মদিনা মসজিদ রোড, সদর, কুমিল্লা
মোবাইল: ০১৬২৩০৯৯৮৮০

তীর্থযাত্রী: **আভা নন্দী**
৩৮০, মদিনা মসজিদ রোড, সদর, কুমিল্লা
মোবাইল: ০১৬২৪৬৬৩১০১

তীর্থযাত্রী: **মধু সূদন নাথ**
রামদি, কবিরহাট, নোয়াখালী
মোবাইল: ০১৭১২৫১৪০৯৪

তীর্থযাত্রী: **লাকী প্রভা নাথ**
রামদি, কবিরহাট, নোয়াখালী
মোবাইল: ০১৭১৮১২৬২৭৯

তীর্থযাত্রী: **রিপ্ত দেব নাথ**
রামদি, কবিরহাট, নোয়াখালী
মোবাইল: ০১৭১২৫১৪০৯৪

তীর্থযাত্রী: **উত্তম কুমার শর্মা**
সোনাপাহাড়, মিরসরাই, চট্টগ্রাম
মোবাইল: ০১৮১৫৬৫০৮২৩

তীর্থযাত্রী: **সরস্বতী রানী দাস**
আরামকাঠী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর
মোবাইল: ০১৭১২৩৪৪৬৬৬

তীর্থযাত্রী: **দীপক লাল মৃধা**
জুলহার, নেছারাবাদ, পিরোজপুর
মোবাইল: ০১৭১১১৭৬১২৫

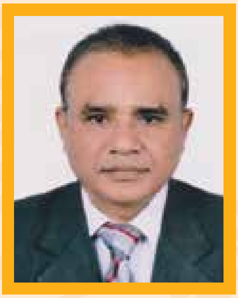

তীর্থযাত্রী: **পরেশ চন্দ্র রায়**
নৈকাঠী, রাজাপুর, ঝালকাঠী
মোবাইল: ০১৭১২৬৭৫৪৬০

তীর্থযাত্রী: **আলো মজুমদার**
নৈকাঠী, রাজাপুর, ঝালকাঠী
মোবাইল: ০১৬৭১৮৪০৭৭৮

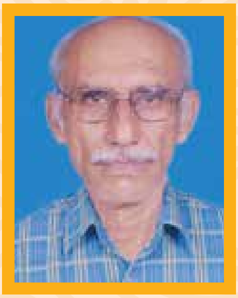

তীর্থযাত্রী: **সাহা শৌলেন্দ্র নাথ**
বরিশাট, শ্রীপুর, মাগুরা
মোবাইল: ০১৭৬২৭৩০৮২৮

তীর্থযাত্রী: **স্বপ্না রানী সাহা**
বরিশাট, শ্রীপুর, মাগুরা
মোবাইল: ০১৭৪৭৫৩০৫৫৪

তীর্থযাত্রী: **ইরা রানী সাহা**
নাড়িকেলবাড়িয়া, বাঘারপাড়া, যশোর
মোবাইল: ০১৭১৪২০৯৮৯২

তীর্থযাত্রী: **পারুল বালা সাহা**
টেপাখোলা, ফরিদপুর
মোবাইল: ০১৭৩১৭৭৩১২৭

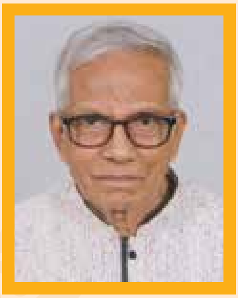

তীর্থযাত্রী: **প্রণব কুমার নাথ**
সোনাপাহাড়, মিরসরাই, চট্টগ্রাম
মোবাইল: ০১৯৩৭২৯১৬৩৫

তীর্থযাত্রী: **সুজন কুমার দাস**
সোনাপাহাড়, মিরসরাই, চট্টগ্রাম
মোবাইল: ০১৮৩০১২৭৬২৬

তীর্থযাত্রী: **রিপন কুমার দাশ**
সোনাপাহাড়, মিরসরাই, চট্টগ্রাম
মোবাইল: ০১৮২৫৩৮৫৩৪৬

তীর্থযাত্রী: **শ্রী অম্লান কুমার মন্ডল**
দেবীতলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা
মোবাইল: ০১৬৭৭২৬০৭০৩

তীর্থযাত্রা পরিচালনায়

অধ্যক্ষ বিপুল বিহারী হালদার
ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
মোবাইল: ০১৭১২৬১৭৪৫৯

শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
মোবাইল: ০১৭১৬৫০২১৫৯

শ্রী প্রনবেশ রায়
সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মোবাইল: ০১৭৫৪২৯৮৩৬২

তীর্থযাত্রীদের জন্য অনুসরনীয়

- তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকল তীর্থযাত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতাবোধ থাকতে হবে।
- তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকলকে তার ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় মালামাল, শীতবস্ত্রসহ ব্যবহৃত কাপড়চোপড় ও অন্যান্য সামগ্রী নিজ দায়িত্বে সঙ্গে রাখতে হবে।
- নিজে বহন করা যায় এমন লাগেজ/ব্যাগ সঙ্গে আনতে হবে।
- প্রত্যেক তীর্থযাত্রী পরিচালকদের পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুসরণ করবেন।
- তীর্থ ভ্রমণকালে ধুমপানসহ নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন।
- তীর্থযাত্রীদের সকলকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাগ, আই ডি কার্ড, ক্যাপ ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
- সকল তীর্থযাত্রীকে সময় সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।
- তীর্থ ভ্রমণকালে কোনো সাময়িক অসুবিধা বা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হলে তা সংশ্লিষ্ট পরিচালককে সুনির্দিষ্টভাবে বলতে হবে।
- মহিলা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ তীর্থযাত্রীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক অগ্রাধিকারভিত্তিক সহযোগিতামূলক আচরণ করতে হবে।
- ভ্রমণকালে অন্যের বিরক্তির কারণ হয় এমন কোন আচরণ বা কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধানসহ কথায় এবং আচরণে ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রাখতে হবে।
- যোগাযোগের সুবিধার্থে সকল তীর্থযাত্রীর নিজস্ব মোবাইল থাকতে হবে।
- তীর্থযাত্রীদের ভ্রমণ, থাকা, খাওয়া তীর্থস্থান পরিদর্শনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট কর্তৃক পরিচালিত হবে।
- সকলকে সুশৃংখল ও ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে চলতে হবে এবং অপরের মত ও কাজকে সম্মান করতে হবে। কোন বিতর্কে জড়ানো যাবে না।
- কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন তীর্থযাত্রী অন্যত্র রাত্রিযাপন করতে পারবেন না।
- কোন তীর্থযাত্রী শারীরিক কোন অসুবিধা বা অস্বস্থি অনুভব করলে তা সাথে সাথে পরিচালক বা কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। এবং তীর্থযাত্রীর নিজ প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সাথে রাখতে হবে।
- সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।